দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 24 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম 2

চট্টগ্রাম বোর্ডে এবার ছন্দপতন

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রামে এইচএসসি পরীক্ষায় দীর্ঘ প্রায় আট বছরের ভাল ফলের ধারাবাহিকতায় এবার ঘটেছে ছন্দপতন। বিভিন্ন কলেজে ভাল ফলের আনন্দ উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি রয়েছে কান্নার রোলও। কারণ, অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মাঝে অকৃতকার্য হয়েছে শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ। পাসের হার এবং সর্বোচ্চ গ্রেড জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। ২০১৭ সালে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসিতে পাসের হার এবার ৬১ দশমিক ৯ শতাংশ। বিজ্ঞানে ফলাফল হয়েছে সবচেয়ে ভাল।
আর মানবিক বিভাগে কৃতকার্য হয়েছে মোট পরীক্ষার্থীর অর্ধেকেরও কম। এদিকে, পাসের হারের দিক থেকে এবার ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ঘোষিত ফলে দেখা যায়, গত বছর পাসের হার ছিল ৬৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ অর্জন করেছিল ২ হাজার ২৫৩ জন। এবার জিপিএ-৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৩৯১। বিজ্ঞান বিভাগে ৭৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৬৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ এবং মানবিক বিভাগে ৪৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ বছর ৮৩ হাজার ২২৭ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসিতে অংশগ্রহণ করেছিল ২৩৮টি কলেজ থেকে। এর মধ্যে মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। মেয়ে পাস করেছে ২৫ হাজার ৬৩১ জন, আর ছেলে পাস করেছে ২৪ হাজার ৭৭৬ জন। ফল ঘোষণার পর প্রতিবার বিভিন্ন কলেজে যেমন বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস দেখা যেত এবার তা তুলনামূলকভাবে কম। বরং অনেক কলেজে কান্নার রোল। বিশেষ করে শহরের কলেজে ফল ভাল হলেও মফস্বলের অনেক কলেজই আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। সেখানে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মাঝে হতাশা। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহবুব হাসান বলেন, এবার সকল বোর্ডেরই পাসের হার কম।
চট্টগ্রামে কমলেও খুব বেশি কমেনি। গতবার পাসের হার ছিল ৬৪ শতাংশ থেকে ৬১ শতাংশে নেমে আসা কম নয়। তবে জিপিএ-৫ কমার পেছনে প্রধান কারণ হতে পারে বহুনির্বাচনী ১০ নম্বর কমিয়ে সৃজনশীলে ১০ বৃদ্ধি করা। প্রশ্নপত্রের ফরমেটে এ পরিবর্তন আসায় ফলে প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। তবে এবারই প্রথম হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে উঠবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
জিপিএ-৫ অর্জনে সেরা ১০ ॥ বরাবরের মতো এবারও ভাল ফল হাতেগোনা কয়েকটি কলেজের দখলে। সর্বোচ্চ গ্রেড অর্জনকারীদের বেশিরভাগ এ কলেজগুলোর শিক্ষার্থী। জিপিএ-৫ অর্জনের দিক থেকে সেরা দশটি কলেজ হলো- চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ (৩৯১, পাসের হার ৯০ দশমিক ১৭), সরকারী হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ (২৯৮, পাসের হার ৯৪ দশমিক ৮০), ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ (১২১, পাসের হার ৯৮ দশমিক ৪৮), চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ (১০৯, পাসের হার ৮৭ দশমিক ৮৫), সরকারী কমার্স কলেজ (৮৯, পাসের হার ৯৯ দশমিক ২১), ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ (৪৫, পাসের হার শতভাগ), সরকারী মহিলা কলেজ (৩৮, পাসের হার ৯৪ দশমিক ৩৩), কক্সবাজার সরকারী কলেজ (৩৫, পাসের হার ৯২ দশমিক ৯৭), হাজেরা তজু ডিগ্রী কলেজ (২৮, পাসের হার ৯০ দশমিক ৩৩) এবং নৌবাহিনী স্কুল এ্যান্ড কলেজ (২৬ জন, পাসের হার ৯৩ দশমিক ৭৩)।

যশোর বোর্ডের শীর্ষে খুলনা, তলানিতে মাগুরা

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ যশোর বোর্ডের এইচএসসির ফলে পাসের হারের বিচারে গত বছরের মতো এবারও বোর্ড শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে খুলনা জেলা। আর দশ জেলার মধ্যে তলানিতে রয়েছে মাগুরা জেলা। পাসের হারের ভিত্তিতে যশোর শিক্ষাবোর্ডের তালিকায় এ চিত্র উঠে এসেছে।
বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, খুলনা জেলা থেকে ৯৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ হাজার ১০৫ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ১৪ হাজার ২৪২ জন, পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৬। পাসের হারের দিক থেকে গত বছরের মতো এবারও তারা শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।
আর সবচেয়ে নিচে থাকা মাগুরা জেলার পাসের হার ৬০ দশমিক ১৬। এই জেলার ৪০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ হাজার ৪৪৯ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৩ হাজার ২৭৮ জন। গত বছর তারা ছিল ৬ষ্ঠ অবস্থানে। গত বছর ৫ম স্থানে থাকা মেহেরপুর এবার উঠে এসেছে ২য় স্থানে। এই জেলার ১৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩ হাজার ৪৭৬ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ২ হাজার ৫২৬ জন, পাসের হার ৭২ দশমিক ৬৭। একধাপ নেমে ৩য় অবস্থানে চলে যাওয়া সাতক্ষীরা জেলার ৭০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ হাজার ৯১ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৭ হাজার ২৬১ জন, পাসের হার ৭১ দশমিক ৯৬। ৪র্থ অবস্থান ধরে রাখা ঝিনাইদহ জেলার ৭১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৩ হাজার ৮৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৯ হাজার ২৩১ জন, পাসের হার ৭০ দশমিক ৫৪। গতবছর তলানিতে থাকা কুষ্টিয়া এবার উঠে এসেছে ৫ম অবস্থানে। এ জেলার ৬৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ হাজার ৮৮৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ হাজার ৫৬৯ জন। পাসের হার ৬৯ দশমিক ৫৪ ভাগ। এ বছর ৬ষ্ঠ অবস্থানে উঠে আসা চুয়াডাঙ্গা গত বছর ছিল ৯ম স্থানে। এই জেলার ২৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ হাজার ৯৯৩ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৪ হাজার ৫৯ জন, পাসের হার ৬৭ দশমিক ৭৩।
গত বছর ৩য় অবস্থানে থাকা যশোর জেলা এবার নেমে গেছে ৭ম স্থানে। এই জেলার ১১৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৭ হাজার ২৯৫ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ১১ হাজার ৫৫৭ জন, পাসের হার ৬৬ দশমিক ৮২। গত বছর ৮ম স্থানে থাকা বাগেরহাট জেলা এবারও আছে একই অবস্থানে। এই জেলার ৪৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ হাজার ৫৯০ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৪ হাজার ২৮৪ জন, পাসের হার ৬৫ দশমিক ০১। গত বছর ৭ম স্থানে থাকা নড়াইল এবার দুই ধাপ নেমে গেছে। ৯ম স্থান নেয়া এই জেলার ২৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ হাজার ৭২২ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ২ হাজার ৯৯৫ জন, পাসের হার ৬৩ দশমিক ৪৩।